সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৮তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

protiva.ahlehadeethbd.org

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

৫৮তম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল ২০২৩

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **সম্পাদক**
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  রবীউল ইসলাম
- **সহকারী সম্পাদক**
  নাজমুন নাঈম
- **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - কৃতজ্ঞতা ০২
- **কুরআনের আলো** ০৪
- **হাদীছের আলো** ০৫
- **প্রবন্ধ**
  - সোনামণিদের কুরআন হিফয ০৬
  - সন্তান জন্ম পূর্ববর্তী করণীয় ১১
- **হাদীছের গল্প**
  - মধ্যপন্থা ১৭
- **এসো দো'আ শিখি** ১৮
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - গল্প লেখার গল্প ১৯
- **কবিতাগুচ্ছ** ২২
- **ইতিহাস ও ঐতিহ্য**
  - মধ্যযুগের হাসপাতাল ২৩
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২৭
- **শিক্ষাঙ্গন**
  - শিশুদের দায়িত্বশীল করে তুলুন ২৮
- **সোনামণি সংলাপ** ৩০
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৪
- **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৬
- **ভাষা শিক্ষা** ৩৮
- **যানবাহনের আদব** ৩৯
- **কুইজ** ৩৯
- **সোনামণির গুণাবলী** ৪০

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

কৃতজ্ঞতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বেশি করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

কেউ কোন উপকার করলে বা নে'মত দান করলে তা মনে রাখা ও স্বীকার করাই কতজ্ঞতা। আমাদের প্রতি আল্লাহ্র নে'মত অগণিত ও অফুরন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র নে'মত গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*।

স্নেহের সোনামণি! 'একবার ভেবে দেখ, দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে কি তুমি তোমার ঐ সুন্দর দু'টি চক্ষুর ঋণ শোধ করতে পারবে? পারবে কি তোমার দু'টি হাতের, পায়ের, কানের বা জিহ্বার যথাযথ মূল্য দিতে? তোমার হৃৎপিণ্ডে যে প্রাণবায়ুর অবস্থান, সেটি কার হুকুমে সেখানে এসেছে ও কার হুকুমে সেখানে রয়েছে? আবার কার হুকুমে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে? সেটির আকার-আকৃতিই বা কি, তা কি কখনও তুমি দেখতে পেয়েছ? শুধু কি তাই? তোমার পুরো দেহযন্ত্রটাই যে এক অলৌকিক সৃষ্টির অপরূপ সমাহার। যার কোন একটি তুচ্ছ অঙ্গের মূল্য দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও কি সম্ভব?' *[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১১]*

আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞা স্বীকার করা বান্দার দায়িত্ব। যদি সে নে'মতের শুকরিয়া আদায় করে, তবে সে একজন কৃতজ্ঞ বান্দা। আর যদি নে'মতকে অস্বীকার করে, তবে সে অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। আল্লাহ্র নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর প্রশংসা করা ছওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। যদি কেউ শুকরিয়া আদায় করে 'আলহামদুল্লিাহ' 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য' বলে তবে তা মীযানের পাল্লাকে ছওয়াবে ভরে দেয়। আর যদি কেউ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ' বলে তাহলে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছওয়াবে ভরপুর করে দেয়' *(মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)*।

বিপদাপদ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি মুমিনের জীবনে নিত্য সঙ্গী। এমতাবস্থায় যদি সে নির্ধারিত তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে সেটি তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কোন আনন্দদায়ক বিষয় স্পর্শ করে, তখন সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করাও আমাদের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে না' *(তিরমিযী হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৩০২৫)*। কেউ কোন উপকার লাভ করে দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। সে দানের প্রতি আরো উৎসাহিত হয়। এ কারণে সোনামণিদের কেউ কিছু দান করে তারাও তাকে কিছু দান করার চেষ্টা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তিকে কোন কিছু দান করা হয় সে যেন তার প্রতিদান দেয়। আর যদি তা না পারে তবে সে যেন দাতার প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করেছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে তা লুকিয়ে রেখেছে সে অকৃতজ্ঞ হয়েছে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮১৩; মিশকাত হা/৩০২৩)*।

সোনামণিরা! কেউ সামান্য উপকার করলেও তার জন্য দো'আ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, ভাই-বোন এমনকি ক্লাসে কোন বন্ধু লেখাপড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করলেও তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। তাদেরকে বলবে, জাযাকাল্ল-হু খায়রান অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। কেননা এটি উপকারী ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম দো'আ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার প্রতি কোন উত্তম আচরণ করা হল, আর সে উত্তম আচরণকারীকে বলল, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' সে তার অনেক প্রশংসা করল' *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪)*। এটি একদিকে যেমন সুন্নাতের অনুসরণ হয়, তেমনি অপরদিকে ভদ্রতা ও শালীনতার প্রকাশ। আজকাল এ সুন্নাতী পদ্ধতি বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে Thank You বা Thank's 'তোমাকে ধন্যবাদ' যা কখনো পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না।

অতএব হে সোনামণি! সংক্ষিপ্ত দুনিয়াবী জীবনে কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

মধ্যপন্থা

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হল গাধার কণ্ঠস্বর *(লোকমান ৩১/১৯)*।

উল্লিখিত সূরাটি লোকমান নামক একজন পরহেযগার ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় ও জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, লোকমান কোন নবী ছিলেন না। তিনি সৎকর্মশীল এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও দূরদর্শী ছিলেন। সন্তানের প্রতি তাঁর কিছু উপদেশ অত্র সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে এ আয়াতে এসেছে দু'টি।

প্রথম উপদেশ হল তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। 'পদচারণা' বলার মাধ্যমে সকল কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের রীতিনীতি ও আদব খেয়াল করলে এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। একজন মুমিন ভরপেট খাওয়া ও খালি পেটে থাকার পরিবর্তে দু'য়ের মাঝামাঝি এক তৃতীয়াংশ আহার করে। আবার কৃপণতা ও অপচয়ের বিপরীতে কেবল প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করে। এভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর প্রকৃত মধ্যপন্থা হল অধিক যুক্তি-তর্ক ও অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ করা। এর মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

আর দ্বিতীয় উপদেশ হল তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। যদিও কণ্ঠস্বরটাও মধ্যপন্থা অবলম্বনের আদেশের অন্তর্ভুক্ত, তবুও সেটা সর্বাধিক অপসন্দনীয় বুঝানোর জন্য পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে গাধার উচ্চ স্বরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। গাধাকে একটি বোকা প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা মোরগের উচ্চৈঃস্বর শুনবে, তখন আল্লাহ্র নিকট তার থেকে কল্যাণ কামনা করবে। আর যখন গাধার উচ্চৈঃস্বর শুনবে, তখন আল্লাহ্র নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে শয়তান দেখে' *(বুখারী হা/৩৩০৩; মিশকাত হা/২৪১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন ও কথা বলার সময় আওয়াজ নিচু রাখার তাওফীক দান করুন-আমীন!

মধ্যপন্থা

জাহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِينُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। অতএব তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, এর নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত হও এবং সকাল-সন্ধ্যা সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বুখারী হা/৩৯)*।

আল্লাহ মানুষ ও জীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। কিন্তু তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেননি, যা তাদের জন্য কষ্টকর হয়। বরং সহজ করেছেন। এক্ষেত্রে ছালাতের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো নিয়ম অনুযায়ী আমরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করি। কিন্তু দাঁড়িয়ে সক্ষম না হলে বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

দ্বীনের সকল বিধান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো নিয়মে যথাযথভাবে পালন করা সকলের দায়িত্ব। কোন মুস্তাহাব বিষয়কে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া বা ভালো মনে করে অতিরিক্ত কোন আমল চালু করা বাড়াবাড়ি। যেমন কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রধান খাদ্য খেজুর খাওয়া নিজের উপর আবশ্যক করে নিলে তাহলে তা বাড়াবাড়ি হবে। কেননা শরী'আতে এটি ওয়াজিব করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাক। কেননা পূর্ববর্তী অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে' *(নাসাঈ হা/৩০৫৭)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত আমল যথাযথভাবে পালন করাই মধ্যপন্থা অবলম্বন। এক্ষেত্রে কম-বেশি করার কোন সুযোগ নেই। যেমন 'আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে; যা কারো সাথে তুলনীয় নয়' এ বিশ্বাস করা। এটি আল্লাহকে নিরাকার মনে করা এবং তাঁর আকারের বিভিন্ন সাদৃশ্য বর্ণনার মাঝামাঝি। যা কুরআন-হাদীছ থেকে প্রমাণিত সঠিক আক্বীদা।

মধ্যপন্থী আক্বীদা ও আমলের পাশাপাশি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা ও তাঁর রহমতের আশা করা মুমিনের কর্তব্য।

সোনামণিদের কুরআন হিফয

ইহসান ইলাহী যহীর
পি.এইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা : পবিত্র কুরআন মাজীদ ভালোভাবে মুখস্থ করা ও সংরক্ষিত রাখা মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়াহ। কুরআনের হাফেযের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট ও তাঁর বান্দাদের নিকট সর্বাধিক। প্রতিটি মুমিনের উপর ছালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূরাসমূহ মুখস্থ করা আবশ্যক। আর কুরআন মুখস্থ করার এই কঠিন কাজটি সোনামণিদের কচি মেধায় অনেকটাই সহজ। কেননা প্রবাদে বলা হয়, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস' অর্থাৎ ছোটবেলায় সঠিক শিক্ষা না নিলে, বড় হয়ে আর সেটি অর্জিত হয় না।

কুরআন হিফযের উচ্চ মর্যাদা : পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহ্র কালাম। যা ফেরেশতা জিব্রীল আমীন মারফত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর তাঁর ২৩ বছরের দীর্ঘ নবুঅতী জীবনে ধীরে ধীরে নাযিল হয়। আর এই মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদকে হিফয বা মুখস্থকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যেগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হল-

১. ছালাতের ইমামতিতে হাফেয অগ্রগামী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ 'মানুষের মধ্যে ইমামতি করবে সেই, যে কুরআন সর্বাধিক ভালো পড়তে পারে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয়, তবে যে সুন্নাতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী' *(মুসলিম হা/৬৭৩; মিশকাত হা/১১১৭)*। আর কুরআনের হাফেযরাই তা সর্বাধিক ভালো পড়তে পারে। তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা হওয়ার কারণেই ছালাতের জামা'আতে তারা ইমামতি করবেন। এখানে ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ নেই।

২. কুরআন তেলাওয়াত, তার শিক্ষা অর্জন এবং আমল যরূরী : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعلَّمَ وعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّن نُّوْرٍ ضَوْؤُهُ مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে ও তার শিক্ষা অর্জন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে

আলোকোজ্জ্বল মুকুট পরিধান করানো হবে' *(হাকেম হা/২০৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪)*। আর নিঃসন্দেহে কুরআন তেলাওয়াতকারী, তার শিক্ষা অর্জনকারী এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমলকারীর মর্যাদা আরও অনেক বেশি হবে।

৩. কবরস্থ করার সময়ও হাফেয অগ্রগামী : উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই কাফনে একটি কবরে দাফন করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِّلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'কে এদের মধ্যে কুরআন অধিক শিখেছে? যখন তাদের কোন ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হল, তাকেই তিনি প্রথমে কবরে রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হব' *(বুখারী হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/১৬৬৫)*।

৪. হাফেয সোনামণির ইমামতি : হযরত 'আমর বিন সালামাহ (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর লোকজন দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের পর লোকেরা একজন হাফেযে কুরআন খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে শুনে কুরআন মুখস্থ করতাম। রাবী বলেন, فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ، سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِي بِذَالِكَ الْقَمِيصِ- 'তাই লোকেরা আমাকেই ছালাত পড়ানোর জন্য তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখন আমি ৬ কিংবা ৭ বছরের সোনামণি। আমার একটি মাত্র চাঁদর ছিল। যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন চাঁদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত)। অতঃপর গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? ফলে সবাই মিলে কাপড় খরীদ করে আমাকে একটি জামা তৈরী করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কখনোই অন্য কিছুতে আমি এমন আনন্দিত হইনি' *(বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬)*।

৫. যোগ্য হলে উপযুক্ত বয়সে নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা প্রদান : নাফে' বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। ওমর (রাঃ) তাকে মক্কায় কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর (রাঃ) বললেন, কোন ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত ক্রীতদাসদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ 'তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?' নাফে' বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِّكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، 'তিনি মহান আল্লাহ্র কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম। আর তিনি ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ'। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ- 'আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন। আর অন্যদের অবনত করেন' *(মুসলিম হা/৮১৭; দারেমী হা/৩৩৬৫)*। অর্থ্যাৎ কুরআনের ধারক-বাহকগণ উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন আর অন্যরা লাঞ্ছিত হয়।

৬. কুরআন নিয়ে রাত্রি জাগরণের মর্যাদা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবরসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন 'কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে হাযির হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? তখন লোকটি বলবে, আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না! তখন কুরআন বলবে, আমি তোমার সাথী; আমি কুরআন। আমিই তোমাকে রাতে বিনিদ্র করেছি এবং দিনে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে, আর আজকে তুমিও তোমার পরকালীন সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। তখন তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব প্রদান করা হবে। তার মাথার উপর সম্মানের স্থায়ী রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে তার মাতা-পিতাকে দুই খণ্ড পোশাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়াতে কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, আমাদেরকে এ পোশাক পরিধান করানো হল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৭৬৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

নিশ্চয় এ উচ্চ সম্মান কুরআন হেফাযতের কারণে এবং সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের কারণে। যদি পিতা-মাতা অজ্ঞও হয়, তথাপি তাদেরকে সুসন্তানের কারণে সম্মানিত করা হবে। আর যারা তাদের সন্তানদের কুরআন থেকে দূরে রাখবে বা নিষেধ করবে, তারা এই মহা সম্মান থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।

৭. তেলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন সুফারিশকারী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ- 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন তা তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুফারিশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই সমুজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু'টি ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে 'গামামা' বা 'গায়ায়া' (মেঘ) অথবা ডানা বিস্তারকারী দু'টি পাখির ঝাঁক সদৃশ হয়ে তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষে কথা বলবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা এটি তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। বাতিলপন্থীরা এর সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়' *(মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০)*।

৮. ফেরেশতাদের সাথে হাফেযে কুরআনের তুলনা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ- 'কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারী সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের মত। আর অতি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ ছাওয়াব অর্জন করবে' *(বুখারী হা/৪৯৩৭)*।

৯. জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا-

'কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ কর আর উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াতেই জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে' *(আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; মিশকাত হা/২১৩৪)*।

১০. সম্মানের মুকুট : রাসূল (ছাঃ) বলেন, : يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কুরআনের বাহককে অলংকার পরিয়ে দিন। তখন তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাকে আরও পোশাক দিন। তখন তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। ফলে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি এক একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এভাবে প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে' *(তিরমিযী হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৮০৩০)*।

উপসংহার : কুরআন মুখস্থের মর্যাদার কারণে অন্তর দীর্ঘজীবী হয়, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে কুরআন হিফয করার মর্যাদা সর্বাধিক। ক্বিয়ামতের দিন হাফেযে কুরআনের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা থাকবে। তার পিতা-মাতাকে মহা পুরস্কারে এবং উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হবে। তাদেরকে আলোকোজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে। যার আলো সূর্যের আলোর চাইতেও উত্তম হবে। যাতে লোকেরা ঈর্ষা করবে। তাই সকলের বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। বিশেষ করে সোনামণিদের কুরআন হিফয করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আল্লাহ সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

'যে শিক্ষা বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সে শিক্ষা হল ফিৎনা'

-কবি ইকবাল।

সন্তান জন্ম পূর্ববর্তী করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

ভূমিকা : আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতমূহের মধ্যে অন্যতম নে'মত হচ্ছে আমাদের সন্তান তথা সোনামণিরা। আজকের সোনামণিরা আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তারা আদর্শ হলে পরিবার, সমাজ ও দেশে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে। পক্ষান্তরে তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় হলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি অধঃপতনের অতলতলে ডুবে যাবে। তাই আদর্শ সন্তান সকলেরই কাম্য। আদর্শ সন্তান পেতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতে হবে এবং শুরু থেকেই এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতে হবে। তবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্রবান ও সুনাগরিক সন্তান গড়ে তোলা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ :

১. আদর্শ মাতা নির্বাচন করা : আদর্শ সন্তান গড়তে প্রথম করণীয় হল আদর্শ মাতা তথা স্ত্রী নির্বাচন করা। মুমিনা ও আদর্শ স্ত্রীর নিকট থেকেই আসতে পারে আদর্শ সন্তান। এজন্য বিয়ের পূর্বেই একজন পুরুষকে আদর্শ স্ত্রী নির্বাচনের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে যুবকের পিতা-মাতা ও অভিভাবকে সচেতন থাকতে হবে। কেননা মুমিনা স্ত্রীর মাধ্যমে পরিবার শান্তি -শৃঙ্খলা ও কল্যাণে ভরপুর থাকে। সে স্বামীর সংসার ও দ্বীনী ব্যাপারে সহযোগী হয়। সন্তান পালনে সে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। অনেকে বিবাহ করতে চেহারা বা রূপ-সৌন্দর্য, বংশ মর্যাদা বা সম্পদকে আগে দেখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যকে প্রাধান্য না দিয়ে ঈমান ও দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কুৎসিত হলেও মুমিনা নারীকে বিবাহের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهِ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুশরিক স্বাধীনার চেয়ে মুমিন ক্রীতদাসী উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবজাতির জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।।

নারীদের বিবাহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . 'মেয়েদের চারটি গুণ বিবেচনা করে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তুমি দ্বীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(বুখারী হা/৫০৯০; মিশকাত হা/৩০৮২)*।

বিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণিত নারীদের চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদারী তথা ধার্মিকতাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবেই আদর্শ মায়ের কাছ থেকে আদর্শ সন্তান আশা করা যাবে। কেননা সন্তান আক্বীদা, আমল, আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, মেধা ইত্যাদি বিষয় জন্মগতভাবে মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'দ্বীনদার মা দ্বীনদার জাতি গঠনের কারিগর'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ 'তোমরা কেবল

নারীর রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিবাহ করো না। কেননা এ রূপ-সৌন্দর্য তাদেরকে বিপথগামী করতে পারে। শুধু ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও তাদের বিবাহ করো না। কেননা তা তাকে বিদ্রোহী ও অবাধ্য করতে পারে। বরং বিবাহ করো তাদের দ্বীনদারী দেখে। মনে রেখো কৃষ্ণকায় দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবে সেই উত্তম' *(সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী হা/১৩৮৫১)*।

অপরদিকে সৎ ও দ্বীনদার পাত্র নির্বাচন করার জন্য ইসলাম পাত্রী পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। তাই শুধু দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও পদ মর্যাদা দেখে পাত্র নির্বাচন না করে দ্বীনদার ও ধার্মিক পাত্র নির্বাচন করা সকল অভিভাবকের অপরিহার্য কর্তব্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 'যখন তোমাদের নিকট কেউ বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়, যার দ্বীনদারী ও সচ্চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে' *(তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০)*।

এ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী উভয়ের দায়িত্ব আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও দ্বীনদার সঙ্গী প্রার্থনা করা। কেননা উত্তম জিনিস প্রার্থনার ইঙ্গিত দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ 'তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর' *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮)*। প্রত্যেক অভিভাকের উচিত তাদের সন্তানদের ইসলামের ছহীহ পদ্ধতিতে আদর্শ পাত্র-পাত্রী দেখে বিবাহ দেওয়া। তবেই আগত সন্তান আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নত হবে।

২. সুন্নাতী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা :

আদর্শ সন্তান লাভের একটি মাধ্যম হল ইসলামী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা। অথচ বিবাহকে কেন্দ্র করে অনেক জায়গায় বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। ফলে ছওয়াবের অনুষ্ঠান পাপে পরিণত হয়।

বিবাহকে কেন্দ্র করে অশ্লীল গান-বাজনা, মাইক-সাউন্ড বক্স ইত্যাদির মাধ্যমে কান ফাটানো চিৎকার, বেপর্দা চলাফেরা, যৌতুকের বাড়াবাড়িসহ নানাবিধ অপকর্ম সমাজে চালু আছে যা অবশ্যই বর্জনীয়।

বর্তমানে অনেক ইমাম শারঈ পদ্ধতিতে বিবাহ পড়ানো বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতিতে বিবাহ পড়ায়। যেমন প্রথমে ইমামের অনুমতি নিয়ে কাযী বা বরের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি দু'জন সাক্ষীসহ কনের কাছে যান। অতঃপর বরের নাম ঠিকানাসহ মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে কনেকে কবুল বলতে বলেন। কনে কবুল বলার পর তারা বরের নিকট ফিরে আসেন এবং ইমামের কাছে এসে তার বিবরণ উপস্থাপন করেন। ইমাম ছাহেব তা শুনার পর বরের নিকট কনের নামঠিকানাসহ মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে বিবাহের জন্য বরকে কবুল বলতে বলেন। তিনবার বলার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। তারপর হাত তুলে ইমাম ছাহেব সরবে দো'আ করেন এবং সকলে আমীন আমীন বলেন। বিবাহ পড়ানোর প্রচলিত এ পদ্ধতি সঠিক নয়।

বিবাহ পড়ানোর শারঈ পদ্ধতি হল প্রথমে একজন বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন *[সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ ১৯৯৮খ্রিঃ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩]* এরপর কনের অভিভাবক বরের সামনে কনের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। এসময় দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন। তখন বর সরবে 'কবুল' বা 'আমি গ্রহণ করলাম' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন এরূপ তিনবার বলা উত্তম *(বুখারী হা/৯৫, মিশকাত হা/২০৮)*। উল্লেখ্য যে, কনের অভিভাবক তার নিকট থেকে শুধু অনুমতি নিবেন। অতঃপর শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে, কনেকে নয়।

৩. দো'আ পড়ে পারিবারিক জীবন শুরু করা : সুন্নাতী পদ্ধতিতে বিবাহের পর প্রথম রাতে স্বামী-স্ত্রী একত্রে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর তারা একসঙ্গে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং বলবে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ-

'হে আল্লাহ! আপনি আমার পরিবারে আমাকে বরকত দিন এবং আমার মধ্যে তাদের জন্য বরকত দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন এবং আমার থেকে তাদেরকেও রিযিক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন। আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যাণের দিকেই বিচ্ছেদ ঘটান' *(তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯৯৩; আদাবুয যিফাফ, পৃ. ২৪)*।

অতঃপর দো'আ পড়ে পারিবারিক জীবন শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার পরিবারের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করে সে যেন দো'আ পড়ে। আল্লাহ যদি তাদের পারিবারিক জীবনে কোন সন্তান দান করেন, তাহলে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী হা/১৪১; মিশকাত হা/২৪১৬)*।

৪. আল্লাহ্র নিকট সুসন্তান প্রার্থনা করা : সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তা আল্লাহ প্রদত্ত বড় দান। তাই বিবাহের পর আল্লাহ্র নিকট সুসন্তান প্রার্থনা করতে হবে এই বলে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ্র নিকট বৃদ্ধ বয়সে সন্তান চেয়ে দো'আ করেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ 'হে প্রভু! আপনি আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দো'আ শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। ইব্রাহীম (আঃ) ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 'হে প্রভু! আপনি আমাকে সৎ বংশধর দান করুন। অদঃপর আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১০০-১০১)*।

অনেকে সন্তান হওয়াতে দেরী হলে নামধারী বিভিন্ন অলি-আওলিয়া বা দরবেশের মাযারে, কবরে গিয়ে সন্তান মানত করে। আবার কবরে সিজদা

করে সন্তান প্রার্থনা করে। এরূপ কর্ম শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কবরে শায়িত ব্যক্তি কোন সন্তান দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়' *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আর জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন। তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করে বলেন, لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ- 'সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি' *(মুসলিম হা/১২১৬, মিশকাত হা/৭১৩)*।

[চলবে]

'সোনামণি'র নীতিবাক্য ৫টি

ক. সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

খ. রাসূলুল্ল-হ ছল্লাল্ল-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

গ. নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

ঘ. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

ঙ. আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

মধ্যপন্থা

আব্দুল হাসিব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর কিছু আমলকে ফরয করেছেন, যা পালন করা আবশ্যক। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অনেক নফল আমল বর্ণিত হয়েছে, যা পালন করলে বান্দা অধিক মর্যাদা লাভ করে।

তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'এলোমেলো চুলওয়ালা একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত ছালাত ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ (ওয়াক্ত) ছালাত। তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় চাও (তাহলে করতে পার)। তিনি বললেন, আমার উপর কোন কোন ছিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন সে সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, রামাযান মাসের ছিয়াম; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর (তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর)। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ আমার উপর কী পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন তা বর্ণনা করুন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ইসলামের বিধানসমূহ জানিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি সে সত্য বলে তাহলে সে সফলতা লাভ করল অথবা বলেছেন, যদি সে সত্য বলে তাহলে সে জান্নাত লাভ করল' *(বুখারী হা/১৮৯১)*।

শিক্ষা :

১. আল্লাহ তা'আলার ফরযকৃত বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকলে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ হয়।

২. কোন বিষয়ে আমল করার পূর্বে সে বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত হওয়া যরূরী।

৩. সকল আমল রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে। কম-বেশি করা উচিত নয়।

৪. বান্দা চাইলে বেশি বেশি নফল ইবাদত করতে পারে। তা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তবে কোন নফলকে নিজের উপর আবশ্যক করা উচিত নয়।

এসো দো'আ শিখি

৩৩. শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হতে আশ্রয় চেয়ে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ البَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সাইয়্যিইল আসক্ব-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমূহ হতে আশ্রয় চাই' *(আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০)*।

৩৪. যুদ্ধে বের হয়ে যে দো'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আনতা 'আযুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহূলু ওয়া বিকা আছূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিলু।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি' *(তিরমিযী হা/৩৫৮৪; মিশকাত হা/২৪৪০)*।

৩৫. রাগ দমনের দো'আ :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : *আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হতে'।

দু'জন লোক মহানবী (ছাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি একটি বাক্য জানি যদি এ লোকটি সে বাক্য পাঠ করে তাহলে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে এটি শিক্ষা দিলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি পাঠ করল, এতে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল *(বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০; মিশকাত হা/২৪১৮)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৫)

গল্প লেখার গল্প

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ইমরান স্কুল থেকে ফিরে কাঁধের ব্যাগটা রেখেই মায়ের কাছে ছুটে গেল। আজ সে খুব খুশি। একটু কৌতূহলীও বটে। সে মাকে বলল, জানো মা, আমাদের স্কুল থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করবে। এজন্য সবার থেকে লেখা চেয়েছে। প্রতি ক্লাস থেকে দুই জনের লেখা ছাপা হবে। তাই ঠিক করেছি আমিও লিখব।

মা বললেন, বেশ ভালো তো! লেখা কবে দিতে হবে?

সামনের সোমবার, দশ তারিখ।

নিজের লেখা ছাপা কাগজে বের হবে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে ইমরানের। সারাদিন এই কল্পনা আর কী লিখবে সেটা নিয়েই কেটে গেল তার। রাতে খাবার টেবিলে বসে বাবাকে বিষয়টা বলতে সে ভুল করেনি।

বাবাও তাকে বেশ উৎসাহ দিলেন। বললেন, ম্যাগাজিন খুব ভালো জিনিস। এর মাধ্যমে প্রতিভা বিকশিত হয়। আর ছোটদের লেখা অন্যরাও পড়ে আনন্দ পায়।

পরদিন থেকে ইমরানের লেখালখি শুরু। তার গল্প বলার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। ছোট ভাই ইব্রাহীমকে সে রাজ্যের হাবিজাবি যত গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। ইব্রাহীম সেসব গল্প মন দিয়ে শোনে! গল্প শুনিয়ে ইমরান ছোট ভাইকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসিয়ে রাখতে পারে। সেগুলো যদিও মা-বাবা কোনদিন মন দিয়ে শোনেননি তবু তারা এটা ভালো করেই জানেন।

ইমরানের গল্প তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগল। এক রাজার শখ পূরণের গল্প। সে গল্পের নাম দিল 'রাজার শখ'। প্রতিদিন গল্পে নতুন মাত্রা যোগ হয়। সারাদিন সামনে কাগজ আর হাতে কলম নিয়ে কত ভাবনা-চিন্তা তার! সে তুলনায় লিখে অল্প। মাঝে মাঝে মাকে জানায় কেমন চলছে তার লেখা। বাবা-মায়ের উৎসাহে সময়ের আগেই গল্পটা লেখা শেষ হয়ে গেল তার।

শেষ সময়ের একদিন পূর্বেই গল্পটা স্যারকে জমা দিল সে। ইতিমধ্যে ক্লাসের অন্যরাও তাদের লেখা জমা দিয়েছে। স্যার বলেছেন, তোমাদের সবার লেখা আমরা পড়ে দেখব। যে দু'জনের লেখা সবচেয়ে ভালো হবে তাদের লেখা ম্যাগাজিনে ছাপা হবে।

১ মাস পর হেড স্যার তাদের ক্লাসে উপস্থিত। তার পিছনে পিছনে দপ্তরি আহমাদ চাচা হাতে অনেক বই নিয়ে এসেছেন। স্যার একটা বই নিয়ে উঁচু করে ধরে বললেন, এটা তোমাদের স্কুল ম্যাগাজিন। তোমাদের সবাইকে একটা করে দেওয়া হবে।

ক্লাসের কার কার গল্প ছাপা হয়েছে সেটা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠল। স্যার বললেন, তোমরা সবাই খুব ভালো লিখেছ। বিশেষ করে ইমরানের গল্পটা অনেক ভালো হয়েছিল। সম্ভবত সে কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই লিখেছে। তাই তার গল্পে কিছু সমস্যা ছিল। অন্যরা বড়দের থেকে সাহায্য নিয়ে লিখেছে। এজন্য সেগুলো বেশি ভালো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের খ্যাতির কথা চিন্তা করে আমরা ইমরানের গল্পটা ছাপাতে পারিনি।

ইমরান সেদিন খুব মন খারাপ করে বাড়ি ফিরল। বাবা-মাকে সে এসবের কিছুই বলল না। ম্যাগাজিনটাও ব্যাগ থেকে বের করেনি। বিকালে মন খারাপ করে সে মাঠে গিয়ে বসে রইল। মাঠে তখন ছেলেরা খেলছিল। কোথাও কয়েকজন মিলে বসে গল্প করছিল।

ইমরানকে একা বসে থাকতে দেখে মামূন ভাই এগিয়ে এলেন। মামূন সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই। গ্রামের মাদ্রাসা থেকে এবার আলিম পরীক্ষা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে গল্প করে। তাদের আদব-কায়দা শেখায়, চকলেট কিনে দেয়। তাই গ্রামের ছেলেরা তাকে খুব ভালোবাসে। মামূন ভাই তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে! মন খারাপ? কী হয়েছে?'

ইমরান কাঁদো কাঁদো গলায় তাকে সব খুলে বলল। মামূন ভাই বললেন, 'তুমি ধৈর্য ধর। তোমার শিক্ষক লেখা নেননি তো কী হয়েছে আমাকে দেও! শিশু-কিশোরদের একটা সংগঠন আছে 'সোনামণি'। তারা ছোটদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করে, নাম 'সোনামণি প্রতিভা'। এটাতে শিশু কিশোরদের

লেখা ছাপানো হয়। আমি তোমার গল্প পাঠিয়ে দিব। তুমি লেখাটা নিজে লিখেছো বলেই আমি ওদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। ওরা অন্যের থেকে কপি করা লেখা ছাপে না। তুমি এখন লেখাটা আমাকে নিয়ে এসে দাও।

দুই মাস পরে একদিন বিকালে ইমরান মাঠে খেলছিল। মামূন ভাই তাকে ডেকে বললেন, 'এই দেখ কী এনেছি তোমার জন্য!'। বলে একটা ছোট বই ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। ইমরান হাতে নিয়ে দেখল, তার উপর লেখা 'সোনামণি প্রতিভা'। ইমরান এতদিনে সবকিছু ভুলে গিয়েছিল। এটা দেখেই তার লেখার কথা মনে পড়ে গেল।

মামূন ভাই বললেন, '২১ পৃষ্ঠা খুলে দেখ। তোমার গল্প ছাপা হয়েছে'। ইমরান দেখল, সত্যিই পৃষ্ঠার উপরে বড় করে লেখা 'রাজার শখ'। তার নিচে ছোট করে তার নাম লেখা। ইমরান তো মহা খুশি। মামূন ভাই বললেন, 'এখন সারা বাংলাদেশের সোনামণিরা তোর গল্প পড়বে। আর স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হলে তো শুধু তোর স্কুলের ছাত্ররা পড়ত। আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন'।

ইমরান মামূন ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেল। লেখাটা মাকে দেখাল। তারপর বাবা আর বাড়ির সবাইকে দেখাল পত্রিকাটা। পরদিন সে পত্রিকাটি স্কুলে নিয়ে তার বন্ধুদের দেখাল। সে এখন সোনামণি প্রতিভায় নিয়মিত লেখা পাঠায় এবং সেগুলা প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা :

১. আমাদের চারপাশে মানুষের মধ্যে অনেক প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের একটুখানি উৎসাহ ও সহযোগিতা তাদের অনেক দূর এগিয়ে দিতে পারে।

২. আল্লাহ যা করেন তাতেই বান্দার কল্যাণ নিহিত। তাই সাময়িক ব্যর্থতা বা পরাজয়ে হতাশ হওয়া যাবে না। বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩. নিজের কাজ নিজে করা উত্তম। অন্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা প্রতিভা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

কবিতা গুচ্ছ

রামাযানের বার্তা

আব্দুল আলীম
গোদাগাড়ি, রাজশাহী

রহমতেরই বার্তা নিয়ে
রামাযান এলো ধরার মাঝে।
তাইতো বুকে আশা নিয়ে
মুমিন বান্দা খুশির সাজে।
নেকীর আশায় ঈমানের সাথে
ছিয়ামগুলো রাখতে হবে।
কবুল হলে আল্লাহ্র পথে
পাপগুলো সব মুছে যাবে।
ফজরের আগে সাহরী খেতে
ঈমানদারগণ জেগে উঠে।
দিনের শেষে ইফতারেতে
ছায়েমের মুখে হাসি ফুটে।
ছায়েম আবার ক্বিয়ামতে
আল্লাহ্র সাক্ষাত পেয়ে।
কেবল ছায়েম যাবে জান্নাতে
রাইয়ান দরজা দিয়ে।
শেষ দশকে ক্বদরের রাতে
কত ফেরেশতা নাযিল হয়!
কুরআন পাঠ আর ছালাতে
ঈমানদারগণ ব্যস্ত রয়।
মাস শেষে ফেৎরা দিলে
ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়।
ছোট-বড় সবাই মিলে
ঈদের খুশিতে শামিল হয়।

ঈদ আনন্দ

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

রমাযানের ছিয়াম শেষে
ঈদ এলো সবার কাছে
ছিয়াম ভঙ্গের এই খুশিতে
মুমিনরা সব উঠল মেতে।
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব
'আল্লাহু আকবর' তুলি রব।
সবাই মিলে খোলা মাঠে
ছালাত পড়ি এক সাথে।
মজার মজার গল্প কথায়
হেসে খেলে ঘুরে বেড়ায়।
আনন্দ বিলাই সবার মাঝে।

বাতিলপন্থী যত শক্তিধরই হোক, নৈতিক শক্তির কারণে মুসলিমদের সামনে তারা সর্বদা দুর্বল। দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয় কেবল আল্লাহ ভীরুদের জন্যই নির্ধারিত।

-ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মধ্যযুগের হাসপাতাল

মুহাম্মাদ বাইজিদ বোস্তামী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সাধারণত মানুষ যে জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে চায় তার একটি হল হাসপাতাল। সর্বদা সুস্থ-সবল থাকা প্রত্যেক মানুষের কামনা। সুস্থ শরীর আল্লাহ্‌র একটি বড় নে'মত। তেমনি অসুস্থতাও জীবনের একটি অংশ, যার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার পাপসমূহ মুছে দেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার তিনিই সকল রোগ থেকে মুক্তিদান করেন। আর চিকিৎসক, ঔষধ, হাসপাতাল পৃথিবীতে রোগ নিরাময়ের মাধ্যম। তাই অসুস্থ হলে মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসে। সেখানে দেখা মেলে আহত মানুষের আহাজারি, আত্মীয়-স্বজনের হুড়োহুড়ি, ডাক্তার-নার্সদের দৌড়াদৌড়ি আর টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এ পর্বে আমরা আদি হাসপাতাল ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হব।

হাসপাতালের সূচনা : প্রাচীন হাসপাতাল ব্যবস্থার নিদর্শন দেখা যায় রোমান সভ্যতায়। অসুস্থ মানুষের জন্য সেখানে এক ধরনের বিশেষ আবাসের দেখা মিলত, যাকে বলা হতো 'নিরাময় মন্দির (Tample of healing)। সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র, স্বতন্ত্র বিভাগ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল না। কেবল কয়েকজন সেবক-সেবিকার মাধ্যমে সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হতো। সার্জন, সেবক, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং মেডিকেল শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় অষ্টম শতকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তখন মুসলিমদের আধিপত্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, রসায়নের ন্যায় চিকিৎসা ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়। আর-রাযী, ইবনে সীনাসহ নানা মনীষীদের ছোঁয়ায় চিকিৎসাবিদ্যা নতুন মাত্রা লাভ করে। ইবনে সীনা রচিত 'আল-কানূন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থটি এখনো চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সে সময় হাসপাতালে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো সেগুলো ছিল তাদের যুগান্তকারী উদ্ভাবন। তাদের আবিষ্কার করা হাযার বছর আগের ফরসেপ যন্ত্র এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ। ছানি অপারেশন, দেহের অভ্যন্তরে সেলাই, অস্থি সংযোজন এমনকি ভ্যাক্সিনেশনও ছিল তখনকার হাসপাতালের নিয়মিত কার্যক্রম।

ইবনে তুলুন হাসপাতাল : ইসলামী সাম্রাজ্যের সূচনা থেকেই চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলেও স্থায়ী হাসপাতাল ব্যবস্থা চালু হয় অষ্টম শতকের পরে। সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সুসংগঠিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ৮৭২ থেকে ৮৭৪ সালের মধ্যে। এটিই হল মিসরের কায়রোতে অবস্থিত বিখ্যাত 'ইবনে তুলুন মসজিদ হাসপাতাল'। আহমাদ ইবনে তুলুন হাসপাতাল সকল রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাস্থ্যসেবা দেওয়া শুরু করে। সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড, গোসলখানা ও একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল। মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড স্থাপন করা হয়। এটি ছিল তৎকালীন একটি আধুনিক এবং অগ্রসর প্রতিষ্ঠান। রোগীরা হাসপাতালে প্রবেশের সময় তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং মূল্যবান অলংকারসমূহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিরাপদ ভেল্টে জমা রাখত। তাদের রোগের ধরন অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিক বিশেষ পোশাক এবং নির্দিষ্ট বেড প্রদান করা হতো।

নূরী হাসপাতাল : ইবনে তুলুন হাসপাতালের পর যে হাসপাতালটির কথা সর্বাগ্রে আসে সেটি হলো নূরী হাসপাতাল। ২৪ জন নিয়মিত চিকিৎসক নিয়ে ৯৮২ সালে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশাল হাসপাতালটি। ১৩ শতকে প্রণীত একটি ম্যানুয়াল থেকে জানা যায়, এখানে চিকিৎসা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। চিকিৎসক, সেবক, ঔষধ বিক্রেতা, নাপিত সকলকে সেই নীতিমালার আলোকে নিয়মিত পরিদর্শন করা হতো। নূরী হাসপাতালের লক্ষ্য ছিল রোগীদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত আশ্রয় প্রদান করা এবং বাড়িতে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে সার্বিক সেবা প্রদান করা।

১২ শতকের একজন মুসলিম পর্যটক ইবনে যুবায়ের, তার বর্ণনায় আল নূরী হাসপাতালকে সাধারণ রোগীদের কল্যাণার্থে যেভাবে পরিচালনা করা হতো, সেটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'নতুন হাসপাতালটি (নূরী হাসপাতাল) সবচেয়ে নিয়মিত, এবং (দামেস্কের) ২টি হাসপাতালের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়'। এ হাসপাতালের প্রতিদিনের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রায় ১৫ দীনার। এখানে একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন, যার হাতেই রোগীদের নামের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, খাবার ও অন্যান্য জিনিস-পত্রের জন্য খরচের হিসাব প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। উপকারী পথ্য ও রোগীর উপযোগী খাবার প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হতো।

তিউনিসিয়া হাসপাতাল : সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বিখ্যাত হাসপাতাল হল তিউনিসিয়া হাসপাতাল। এটি তৎকালীন সময়ে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান। এর সুসংগঠিত হলগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা পরিদর্শন কক্ষ এবং রোগীদের ছালাত ও পড়াশোনার জন্য একটি বিশাল মসজিদ। এখানে ছিল সুদান থেকে আগত মহিলা সেবিকাবৃন্দ আর 'ফুক্বাহা আল-বাদান' নামে ইমামদের একটি দল। এদের চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। রক্তক্ষরণ বন্ধ, অস্থি সংযোজন এবং কোটারি, কষ্টি পাথর দ্বারা দহনের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত অঙ্গ অপসারণ ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড বরাদ্ধ ছিল। যাকে বলা হতো দারুজ-জুযামা। এটি এমন সময়ের কথা, যখন অন্য জায়গায় কুষ্ঠ রোগকে বিবেচনা করা হতো অনিরাময় যোগ্য এবং আক্রান্ত ব্যক্তির পাপের ফসল হিসাবে।

আল-মানছূরী হাসপাতাল : পরবর্তী কয়েক শতকে কায়রোতে ৩টি বড় হাসপাতালের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল আল-মানছূরী হাসপাতাল। ১৩ শতকে আল-মানছূর মিসরের রাজপুত্র থাকা অবস্থায় সিরিয়ায় একটি সামরিক অভিযানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সেখানে নূরী হাসপাতালে যে উন্নত সেবা পান তা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি শপথ করেন, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান করবেন। শপথ রক্ষার্থে তিনি কায়রোতে আল-মানছূরী হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি এই ওয়াক্বফ নিবেদিত করলাম আমার সমকক্ষ ও অধীনস্থ, রাজপুত্র ও সৈনিক, বড় ও ছোট, স্বাধীন ও দাস, পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য'।

১২৮৪ সালের আল-মানছূরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চারটি বৃহৎ প্রবেশপথ নিয়ে। প্রত্যেকটির মাঝে ছিল একটি করে সুদৃশ্য ঝর্ণা। খলীফা নিশ্চিত করেছিলেন, যেন এখানে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক এবং কর্মচারী অবস্থান করেন এবং রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি মওজূদ থাকে। তিনি স্বতন্ত্র মহিলা এবং পুরুষ ওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। সবগুলো বেডে ম্যাট্রেস ছিল এবং বিশেষায়িত স্থানে এগুলো সংরক্ষণ করা হতো। কতজন রোগী সেবা পেতে পারে তার জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করা ছিল না। হাসপাতালের ভিতরে ঔষধঘর থেকেই রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ

করা হতো। রোগীরা বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য এখান থেকেই ঔষধ সংগ্রহ করতে পারতেন। ভবনের একটি অংশে প্রধান চিকিৎসকের জন্য একটি কামরা বরাদ্দ থাকত। যেখানে তিনি চিকিৎসকদের শিক্ষা প্রদান করতেন।

অন্যান্য হাসপাতাল : ইবনে যুবায়ের নিকট প্রাচ্যে পরিভ্রমণের সময় তার যাতায়াত পথের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরেই এক বা একাধিক হাসপাতালের দেখা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, হাসপাতালগুলোও ছিল ইসলামের মহীমার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। হাসপাতালগুলো কেবল শরীরের রোগ নিরাময়ের জন্যই কাজ করত না। নবম শতকের বাগদাদের যে হাসপাতালে আর-রাযী কাজ করতেন, সেখানে মানসিক সমস্যার চিকিৎসা করা হতো। তাদের কার্যক্রম ছিল ধনী, দরিদ্র সব গোত্রের সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত। কেননা মুসলমানরা রোগীকে চিকিৎসা ও সেবা করাকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করতেন।

শুরু থেকেই হাসপাতালগুলোর পরিচালনার ব্যয়ভার আসতো বিভিন্ন অনুদান থেকে, যেগুলোকে বলা হতো 'ওয়াক্ফ'। কিছু কিছু হাসপাতাল অবশ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারের খরচে চলত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ধীরে ধীরে হাসপাতালসমূহ গড়ে ওঠে। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে। যেমন হসপিটালিরস, ফাইটারস অফ হসপিটালস প্রভৃতি ফ্রেঞ্চদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের স্থানীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য। ইউরোপেও ইসলামী খেলাফতের মুসলিম প্রতিনিধিদের সাহায্যে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য হাসপাতাল। যার মধ্যে উত্তর ইতালির বিখ্যাত সালার্নো হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : মুসলিম বিশ্ব তাদের সোনালী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল। অতঃপর অলসতায় আর বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। যারা সর্বপ্রথম হাসপাতাল পদ্ধতি চালু করে চিকিৎসা সেবায় নতুন দিগন্ত রচনা করেছিল, তাদের সন্তানরাই এখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় তাদের এমন করুণ অবস্থা। মাত্র পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে তারা মুদ্রার উল্টা পিঠ দেখে ফেলেছে। তারপর আরো পাঁচ শতাব্দী তারা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজকের সোনামণিদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের নবজাগরণের আশায় শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা মা'ঊন)

১. মা'ঊন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : নিত্যব্যবহার্য বস্তু।

২. সূরা মা'ঊন কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৭তম।

৩. সূরা মা'ঊনে কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৭টি।

৪. সূরা মা'ঊনে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ২৫টি শব্দ ও ১১২টি বর্ণ।

৫. সূরা মা'ঊন কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা তাকাছুর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৬. সূরা মা'ঊনে কয়টি বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে?

উত্তর : ২টি।

৭. বিচার দিবসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির দু'টি বাহ্যিক বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা মা'ঊনে।

৮. পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত মুছল্লীর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা মা'ঊনে।

৯. সূরা মা'ঊনে কোন আয়াতে মুনাফিকের মন্দ স্বভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : ৪ থেকে ৭ আয়াত।

১০. ছালাত সম্পর্কে উদাসীন মুসলিদের প্রধান তিনটি দোষের কথা কী?

উত্তর : ছালাতে অবহেলা, লোক দেখানো ছালাত ও কৃপণতা।

শিশুদের দায়িত্বশীল করে তুলুন

সানজিদা খাতুন
সুন্দরপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে পরিবারের সকলের চোখের মণি হয়ে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবার আদর-যত্নে কাটে তার দুরন্ত শৈশব। শিশুদের দুরন্ত জগতের মাঝেই তাকে শেখাতে হয় একটু একটু করে দায়িত্ব নেওয়া। খেলাধুলা, পড়াশোনার বাইরেও অনেক কর্তব্য রয়েছে। এসব শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবারই শিশুর মেধা বিকাশের প্রথম ও প্রধান স্থান। প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে একদিন সে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল হয়ে গড়ে ওঠে।

কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় আদরে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়তি যত্ন শিশুর উৎসাহ ও মনোবল কমিয়ে দিতে পারে। শিশু যাতে বয়সের সাথে সাথে দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে সেজন্য অভিভাবকদের কিছু বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

১. শিশুর নিজের কাজ নিজে করতে দেওয়া : অনেক মা আদরের সন্তান নিজ হাতে খেতে শেখার পরও মুখে তুলে খাইয়ে দেন। এতে সে খাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে নিজের খাদ্য পসন্দ করতে পারে না। তেমনি নিজের কাপড় পরা, জুতার ফিতা বাঁধা, চুল আঁচড়ানো ইত্যাদি শিশুকেই করতে দিন। আজকাল শহরের স্কুল গুলোতে দেখা যায়, পিতা-মাতা ব্যাগ কাঁধে বাচ্চাদের নিয়ে আসেন। এতে শিশুরা পিতা-মাতার প্রতি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বরং স্কুল দূরে বা রাস্তায় ঝুঁকি থাকলে শিশুকে সাথে নিয়ে গেলেও ব্যাগটা তার কাঁধেই দিন। এই ছোট ছোট কাজগুলো শিশুদের দায়িত্ব পালনের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

২. ঘরের ছোট ছোট কাজ করিয়ে নেওয়া : ফুলের গাছে পানি দেওয়া, পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখার মত সহজ কাজগুলো ঘরের প্রতি তার দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই ছোট কাজগুলো পরিবারের অন্যরা অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু তাতে শিশু অগোছালো, বেখেয়ালি জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে।

৩. কোন কাজ করলে উৎসাহ দেওয়া : শিশুরা পরিবার ও আপনজনকে দেখে শিখতে শিখতে বেড়ে উঠে। অন্যদের দেখে তার মধ্যে কোন কাজ করার আগ্রহ জন্ম নেয়। কখনো সে হুট করে কাজটা করে ফেলে, কখনো বড়দের অনুমতি বা

সাহায্য চায়। তখন তাকে বাঁধা না দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করতে হবে।

৪. ভুল সংশোধন করে দেওয়া এবং উৎসাহ দেওয়া : কোন কাজ প্রথমবার করার সময় ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কখনো দেখা যায়, একটা ছোট কাজ করতে সে অনেক কিছু এলোমেলো করে ফেলে। এতে তাকে বকা-ঝকা না করে শুধরে দিতে হবে। যেমন একটা শিশু এক গাস শরবত নিজে তৈরি করল এবং তৈরি করার সময় পানি, চিনি ফেলে জায়গা নোংরা করল। তখন আমাদের করণীয় কী? তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং সাবধানে করতে বলা যাতে নোংরা না হয়।

৫. সাথে নিয়ে কাজ করা : শিশুরা কৌতুহলী। যে কোন কাজ করার জন্য বা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ঘরের কোন কাজ করার সময় তাকে ছোট ছোট জিনিস এগিয়ে দিতে বললে তারা উৎসাহিত হয়। এতে তারা ঘরের ছোট ছোট যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিখতে পারে।

৬. মানুষের সাথে মেশার সুযোগ করে দেওয়া : শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। মানুষকে দেখে দেখে শিখে। শিশু ঘরে আবদ্ধ থাকলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না। এক সময় তারা জীবনের প্রয়োজনে বাইরে মানুষের সাথে মিশতে পারে না। এজন্য শিশুদের বাইরে খেলাধুলা ও অন্যান্য ছেলেদের সাথে মেশার সুযোগ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কাদের সাথে সে মেলামেশা করছে।

৭. বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে যোগদান করা : সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ সবার সাথে মিলেমিশে চলে। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে শিশুরা মানুষের সাথে ব্যবহার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিশুর মনকে সুন্দর, সতেজ ও সৃজনশীল করে তুলে।

৮. প্রতিদিনের কাজের ভালো-মন্দ দিক তার সাথে আলোচনা করা : শিশুরা না বুঝেই অনেক কাজ করে ফেলে। কাজের আগে বা পরে তারা এর প্রভাব বুঝতে পারে না। তাই তাদের কাজ বা তাদের সামনে সংঘটিত অন্যদের কাজের ভালো মন্দ দিক বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তার সামনে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। এতে সে একদিকে ঐসব কাজের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবে। অন্যদিকে কোন কাজ করার আগে ভাবতে শিখবে।

আলাহ আমাদের সন্তানদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

পিতা-মাতার অবহেলায় সন্তানের অবনতি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

(গত সংখ্যার পর)

৩য় দৃশ্য : বোধদয়

(দুই ভাই এক সাথে আধুনিক স্টাইলের পোশাক পরে ও চুল কেটে স্টেজে প্রবেশ করে মোবাইলে গেমস খেলতে থাকবে।

রফীক্ব : (বাড়িতে প্রবেশ করতেই পড়ে যাবে এবং কাতরাতে থাকবে)।

(দুই ভাই তাড়াহুড়া করে এসে পিতাকে উঠিয়ে বসাবে)

ফারূক্ব : আব্বা! কী হল? (অতঃপর খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলবে) পানি নিয়ে আয়।

খালেদ : ভাইয়া! ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে সবার কাছে আব্বুর জন্য দো'আ চাও।

ফারূক্ব : ঠিকই বলেছিস। দাঁড়া একটা ছবি তুলি।

(অতঃপর দুই ভাই বাবার কাছে গিয়ে একসাথে ছবি তুলবে এবং ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিবে, 'আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনারা সবাই দো'আ করবেন')।

পরিচালক : (মোবাইলের স্ট্যাটাস দেখে বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে এবং রফীক্বের কাছে গিয়ে বসবে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু সেবা করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবে) আপনার ছেলেরা কোথায় ভাই?।

রফীক্ব : কোতরাতে কোতরাতে বলবেন পাশের রুমে আছে হয়তো। ফোন দেখছে মনে হয়।

পরিচালক : (দুই ভাইকে ডেকে বলবে) তোমাদের আব্বু অসুস্থ। আর তোমরা ফোন দেখছ! এই অবস্থা কেন?

খালেদ : চাচাজি! ছোট থেকেই বাবা মার কাছে আমরা কোন সময় পাইনি। তারা সর্বদা আমাদেরকে মোবাইল দিয়ে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

ফারূক্ব : চাচাজি খালেদ ঠিকই বলেছে। আমরা পিতা-মাতার কারণেই ছোটবেলা থেকেই মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। যার কারণে আমাদের এই অবস্থা।

পরিচালক : ভাই রফীক্ব! আজকে আমাদের সমাজের অবস্থা এই যে পরিবারের কেউ কাউকে সময় দেয় না। বিশেষ করে পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে তাদের যথেষ্ঠ সময় দেওয়া। অধিকাংশ পিতা-মাতাই আদর্শ সন্তান চায়। কিন্তু তাদের পিছনে পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে নিজেদের কাজ-কর্ম, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে পরিবার ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

রফীক্ব : ভাই! আপনি এই সময়ে আমার কাছে এসেছেন, আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ইসলাম গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতাই তাকে ইহূদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে *(বুখারী হা/১৩৮৫)*।

পরিচালক : (খালেদকে ডেকে) তোমার পোশাকের এ অবস্থা কেন? এ রকম জামা-প্যান্ট পরেছ কেন?

খালেদ : আমি তো মোবাইলে দেখেছি, এখন সবাই এরকম পোশাকই পরে। আমার ভালো লাগছে তো সমস্যা কী?

পরিচালক : না, সোনামণি আমরা মুসলমান। আমাদের প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর আদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত। তাই পোশাক পরিধানের জন্য এই নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে- (১) পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে। (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। হাদীছে সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া। (৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে।

তুমি যেটা পরেছ সেটা ইহূদী-খ্রিস্টানদের পোশাক। এটা অবশ্যই পরিবর্তন করবে। আজকাল মেয়েদের পোশাকে আরো নগ্নতা দেখা যাচ্ছে, যা অবশ্যই পরিতাজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে এমন দু'টি

দল হবে, যাদের আমি দেখতে পাব না। তাদের একদল হচ্ছে ঐ সমস্ত মহিলারা যারা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গের ন্যায় দেখা যাবে। তারা নিজেরা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের মাথায় চুলের খোপা বখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

খালেদ : চাচাজি আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আর এরকম পোশাক পরব না। আমি এখনই আমার পোশাক ছিঁড়ে ফেললাম। (অতঃপর সে নিজের পোশাকটি ছিঁড়ে ফেলবে)।

পরিচালক : ফারূক্ব! তোমার চুলের অবস্থা এরকম কেন? মুসলমান ছেলেদের কি এভাবে চুল কাটা উচিত?

বড় ভাই (ফারূক্ব) : আমরা তো মোবাইলে দেখেছি বড় বড় নায়ক, গায়ক, খেলোয়াড়েরা এভাবেই চুল কাটে। আমরা কাটলে সমস্যা কোথায়?

পরিচালক : কোন নায়ক, গায়ক বা খেলোয়াড় আমাদের আদর্শ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তোমার চুল কাটা অমুসলিমদের মত হয়েছে। অতএব এখনই তা পরিবর্তন করতে হবে। আর আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে রাসূল (ছাঃ) এর মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে *(আহযাব ৩৩/২১)*।

ফারূক্ব : চাচাজি আমি ভুল করেছি। আমি আমার চুল সুন্দরভাবে কেটে নিব।

পরিচালক : (দুই ভাইকে ডেকে বলবেন) তোমাদের উচিত সার্বিক জীবনে ইসলামী আদব-কায়দা মেনে চলা।

দুই ভাই এক সাথে : আমরা সেগুলো কোথা থেকে শিখব?

পরিচালক : সোনামণি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসে এগুলো শিখতে পারবে।

বড় ভাই (ফারূক্ব) : সোনামণি কী?

পরিচালক : সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সংগঠন প্রতিষ্ঠান করেন। এ সংগঠনের মূলমন্ত্র হল : 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।

এ সংগঠনের রয়েছে ৫টি নীতিবাক্য যথা :

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

রফীক্ব : ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

দুই ভাই এক সাথে : চাচাজী আপনাকে ধন্যবাদ।

পরিচালক : (সকলের উদ্দেশ্যে দো'আ করবেন) আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

'ভার্জিনিয়ার ক্যালকুলেটর'

টমাস ফুলার হচ্ছেন অসাধারণ মেধার অধিকারী একজন আফ্রিকান দাস। তিনি ১৭২৪ সালে ১৪ বছর বয়সে দাসত্বে বিক্রি হয়েছিলেন। গণিতে তার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। এ কারণে তিনি 'ভার্জিনিয়ার ক্যালকুলেটর' নামেই মানুষের কাছে অধিক পরিচিত ছিলেন।

তার ছিল জটিল হিসাব করার অসাধারণ ক্ষমতা। সাধারণ মানুষ ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে যে হিসাব করতে আধা ঘণ্টা সময় নেয়, তিনি তা কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই দুই-তিন মিনিটে করতে পারতেন। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে দেড় বছরে কত সেকেন্ড হয়? তিনি দুই মিনিটের মধ্যে উত্তর দেন ৪৭,৩০৪,০০০ সেকেন্ড। আবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ৭০ বছর ১৭ দিন ১২ ঘণ্টা বয়সে একজন মানুষ মারা গেলে তিনি পৃথিবীতে মোট কত সেকেন্ড বেঁচে ছিলেন? টমাস ফুলার দেড় মিনিটে উত্তর দেন ২,২১০,৫০০,৮০০।

আল্লাহ কিছু কিছু মানুষকে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। এগুলো আল্লাহ্র নিদর্শন মাত্র। আর আল্লাহ অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

সমসপুর, বাগমারা, ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ নাছরুল্লাহ।

নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেরখাদা উপযেলাধীন নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ ময়দানে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাচুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবু হুরায়রার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তাওহীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমরান।

গাংনী, মোল্লাহাট, বাগেরহাট ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোল্লাহাট উপযেলাধীন গাংনী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও 'সোনামণি'র বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন খুলনা যেলার রূপসা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওছীকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আমীন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর

আজমাঈন আদীব
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা, রাজশাহী সদর

সাফারী পার্ক, গাযীপুর ৯ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য তারিখে গাযীপুর যেলার সাফারী পার্কে 'সোনামণি' কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের নেতৃত্বে উক্ত সফরে প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালকবৃন্দ, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ, ২ জন অভিভাবক ও এক ঝাঁক সোনামণির সমন্বয়ে মোট ১১৬ জন অংশগ্রহণ করে। ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত ১০-টায় রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সফর শুরু হয় এবং পরদিন সকাল ৮-টায় গাযীপুর পৌঁছায়। সেখানে গাযীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান, উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল কাহহার যোগ দান করেন।

আমরা প্রতিনিয়ত নানা প্রজাতির পশু-পাখি দেখি। কিন্তু অনেক বন্য প্রাণী রয়েছে যেগুলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। সেগুলো দেখতে আমরা চিড়িয়াখানায় যাই। সেখানে আমরা বাঘ, সিংহ, হরিণের মত অনেক প্রাণীর দেখা পেলেও তা আমাদের মন ভরাতে পারে না। কারণ খাঁচায় বন্দি প্রাণীগুলোর প্রকৃত বন্য রূপ আমরা দেখতে পারি না। সাফারী পার্কে আমরা উপভোগ করলাম চিড়িয়াখানার বিপরীত দৃশ্য। পশু-পাখিরা বনে মুক্ত-স্বাধীন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা গাড়িতে বন্দি হয়ে তাদের দেখছি। বন্য পরিবেশে জীব বৈচিত্র ও তাদের প্রকৃত আচরণ বাংলাদেশে একমাত্র সাফারী পার্কেই দেখতে পাওয়া যায়। এরপর আমরা বিচিত্র সব পাখির উড়াউড়ি ও খেলা দেখে অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে তারা আমাদের হাতে, ঘাড়ে ও মাথায় এসে বসছিল। এরকম পশুদের অবাধ বিচরণ এবং রঙ-বেরঙের পাখ-পাখালি দেখে মন থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে 'সুবহানাল্লাহ'।

গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীল ভাইদের সার্বিক সহযোগিতা ও আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে সাফারী পার্ক ভ্রমণ শেষে আমরা সন্ধ্যায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং রাত ১-টায় মারকাযে পৌঁছাই। ফালিল্লাহিল হামদ।

রামাযানে সচেতনতা

ডা. যাকিয়া সুলতানা
ইন্টার্ন ডাক্তার, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা।

রামাযান মুমিনের জীবনে পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসে। আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি শারীরিক উন্নয়ন সাধনে ছিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, রমাযানের ১ মাস ছিয়াম ১১ মাসে শরীরে জমা হওয়া জীবাণু ও অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে। শরীর ঝরঝরে ও কর্মক্ষম করে। তবে এসময় সচেতনতার সাথে জীবণাচরণে কিছু পরিবর্তন করতে হয়। অন্যথা স্বাস্থ্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। নিচে ছিয়াম পালনকারীদের জন্য ১০টি প্রয়োজনীয় সতর্কতা বর্ণনা করা হল।

১. সঠিক খাদ্য নির্বাচন : খাবারের তালিকায় সকল পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি থাকা উচিত। এক্ষেত্রে ভাত, ডাল, মাছ, ডিম, শাক-সবজি দ্রুত হজম হয় ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। অতিরিক্ত তেলযুক্ত ভাজা-পোড়া ও ভারি খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। সাহরীতে গরুর গোশত, খিচুড়ি, বিরিয়ানী এড়িয়ে চলা ভালো। কেননা এগুলো প্রচুর পানির চাহিদা তৈরি করে এবং হজমে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বাজারের খাবারের পরিবর্তে বাড়িতে খাবার তৈরিতে প্রাধান্য দিন। খাদ্য তালিকায় কলা, খেজুর, পেয়ারা, সফেদা, বেল ইত্যাদি ফলমূল রাখা ভালো।

২. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ : অনেকে মনে করে, সারাদিন না খেয়ে থাকার জন্য সাহরীতে পেটপূর্ণ করে খাওয়া প্রয়োজন। আবার কেউ ইফতারে গলা পর্যন্ত খেতে পসন্দ করেন। যা উচিত নয়। বরং অল্প পরিমাণে বারবার খাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী তিন ভাগের এক ভাগ খাওয়া উত্তম।

৩. প্রচুর পানি পান : আমাদের শরীরে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই লিটার পানি প্রয়োজন। গরমের ছিয়ামে পর্যাপ্ত পানি পান না করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ডায়রিয়ার মত অসুখ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ইফতার থেকে সাহরী পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় এক গাস পানি পান করা যেতে পারে। গরমের দিনে ঘামের কারণে শরীর থেকে লবণ বেরিয়ে যায়। ইফতারে স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের রস শরীরে লবণের ঘাটতি পূরণ করে।

৪. পর্যাপ্ত ঘুমানো : সুষম খাবারের পাশাপাশি ভালো ঘুম সুস্থ্য শরীরের জন্য আবশ্যক। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এজন্য তারাবীহ্র ছালাতের পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া উচিত। রাতে ঘুম কম হলে দুপুরে বা দিনের অন্য সময়ে হালকা ঘুমানো যায়। তবে মনে রাখতে হবে, অধিক ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বরং রামাযানে অধিক ইবাদতের চেষ্টা করতে হবে।

৫. নিয়মিত গোসল করা : সারাদিন খাদ্য ও পানি থেকে বিরত থাকার ফলে শরীর গরম হয়। অলসতা ও বিরক্তিভাব সৃষ্টি হয়। গোসল শরীরের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে। তবে ঘামযুক্ত শরীরে ও দীর্ঘক্ষণ গোসল করা ঠিক নয়।

৬. শারীরিক পরিশ্রম কমানো : খাবার ও পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে শক্তি উৎপাদিত হয়। সারাদিন খানাপিনা বন্ধ থাকায় শরীরে শক্তি উৎপাদন কম হয়। ফলে তুলনামূলক পরিশ্রম কম করতে হবে। ভারি কাজে অন্যের সহযোগিতা নিতে হবে। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে।

৭. হালকা ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা : অনেকে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। এজন্য তাদের প্রচুর খাদ্যও গ্রহণ করতে হয়। তাই রামাযানে ভারি যন্ত্রপাতির ব্যায়াম পরিহার করে হালকা অনুশীলন করা যেতে পারে। যেহেতু ইফতার থেকে সাহরী পর্যন্ত পানাহার করা হয়, সেহেতু রাতে ঘুমানোর আগে বা ইফতারের কিছুক্ষণ পর হালকা ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা করা যায়। এতে খাবার সহজে হজম হয়। শিশু-কিশোররা হালকা খেলাধুলা করতে পারে। তবে তীব্র রোদ ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলতে হবে।

৮. নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন : রমাযানে আমরা অন্য ১১ মাসের মত জীবন যাপন করতে পারি না। কিন্তু এই এক মাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটিন করতে হবে। অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, পরিশ্রম, গোসল ও ঘুম শরীরের ক্ষতি করে।

৯. অসুস্থ ব্যক্তির নিয়মিত ঔষধ সেবন : অনেকে নিয়মিত তিন বেলা খাবারের আগে ও পরে ঔষধ সেবন করেন। তারা ইফতার, রাতের খাবার ও সাহরীতে তাদের ঔষধ সেবন করবেন। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন। কোন অবস্থাতেই ঔষধ বন্ধ করে শরীরের ক্ষতি করবেন না।

১০. প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ : দীর্ঘ দিন পর নতুন খাদ্যাভ্যাস ও রুটিনে শরীর মানিয়ে নিতে সময় লাগতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম সপ্তাহে ছোট ছোট সমস্যা দেখা যেতে পারে। যে কোন সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। এই সংখ্যায় আমরা ক্রিয়ামূলক বাক্য গঠনের গঠন প্রণালী জানব।

বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে গঠন প্রণালী কিছুটা ভিন্ন। বাক্যের ক্রিয়া আরবীতে শুরুতে বা মাঝে, ইংরেজীতে মাঝে ও বাংলায় শেষে হয়। তাই আমরা নিচে আলাদা আলাদা ছক থেকে গঠন প্রণালী শিখব।

ফাহীম ভাত খেয়েছে	**কর্তা** ফাহীম	**কর্ম** ভাত	**ক্রিয়া** খেয়েছে
Faheem ate rice	Subject Faheem	Verb Eat	Object Rice
اَكَلَ فَهِيْمٌ رُزًّا	فِعْلٌ اَكَلَ	فَاعِلٌ فَهِيْمٌ	مَفْعُوْلٌ رُزًّا

প্রিয় সোনামণি! নিচের বাক্য থেকে ক্রিয়া, কর্তা ও কর্মসমূহ বাছাই কর। অতঃপর নতুন বাক্য গঠনের চেষ্টা কর।

বাংলা	ইংরেজী	আরবী
ফাহাদ মাদ্রাসায় গিয়েছে	Fahad went to madrasah	ذَهَبَ فَهَدٌ اِلَي الْمَدْرَسَةَ
যায়েদ বল খেলছে	Zayed plays ball	زَيْدٌ يَلْعَبُ الْكُرَةَ
ছাত্রটি বই পড়ছে	The student reads book	يَقْرَأُ الطَّالِبُ الْكِتَابَ
রফীক্ব দরজাটি বন্ধ করল	Rofeeq closed the door	اَغْلَقَ رَفِيْقٌ الْبَابَ

পেশাব-পায়খানার আদব

১. পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে টয়লেটে বা আড়ালে যাওয়া। যাতে কেউ দেখতে না পায়।

২. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে দো'আ পড়ে প্রবেশ করা।

৩. বসে পেশাব-পায়খানা করা। দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা না করা।

৪. সতর্কতার সাথে পেশাব করা, যাতে দেহে পেশাবের ছিটা না লাগে।

৫. বাম হাত দিয়ে শৌচকার্য বা পানি ব্যবহার করা। পানি না পেলে কুলুখ (ঢিলা, টিস্যু প্রভৃতি) ব্যবহার করা।

৬. কমপক্ষে তিনটি ঢিলা দিয়ে কুলুখ করা।

৭. পেশাব-পায়খানার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধৌত করা।

৮. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দেওয়া ও দো'আ পড়া।

এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

ক্যুইজ

১. প্রতিভা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে কী?

উঃ.....

২. আমাদের শরীরে প্রতিদিন কত লিটার পানি প্রয়োজন?

উঃ.....

৩. কেউ যখন গাধার উচ্চৈঃস্বর শুনবে, তখন কী করবে?

উঃ.....

৪. 'আল-কানূন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থ কার রচিত?

উঃ.....

৫. কোন দো'আ আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছওয়াবে ভরপুর করে দেয়?

উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই এপ্রিল ২০২৩।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) হযরত ইয়াকূব (আঃ) পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং দাঊদ (আঃ) শেষ করেন। (২) খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয় এবং শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। (৩) ঘুমানোর দো'আ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস। (৪) আশুরার দিন (৫) জিব্রীলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন এবং জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করেন।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : মুহাম্মাদ আসিফ, ৭ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মুহাম্মাদ আবির হোসাইন, মক্তব বিভাগ, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

৩য় স্থান : মুহাম্মাদ ফরহাদুল ইসলাম, ৫ম(খ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম:.....
প্রতিষ্ঠান:.....
.....শ্রেণী:.....
ঠিকানা:.....
.....
মোবাইল:.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

৫৮তম সংখ্যা | মার্চ-এপ্রিল ২০২৩ | মূল্য : ১৫/-

সোনামণি কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

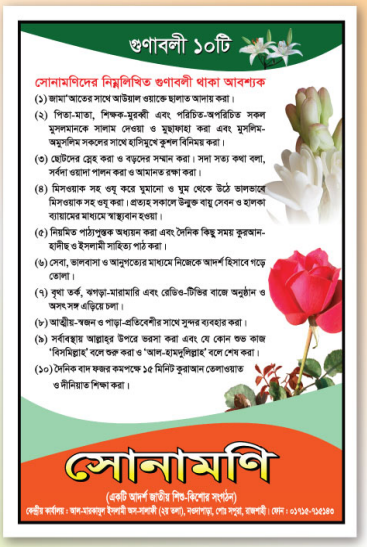

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

মোবাইল ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪; ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর